যুগান্তর

তারিখ 30 AUG 2012
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

জাবিতে এক শিফটের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষকদের আপত্তি

পরিচালনা কমিটির বৈঠক আজ

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিফটে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার বিষয়টি শিক্ষকদের টাকা কম পাওয়ার আশংকায় ঝুলে আছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ভর্তি পরীক্ষার্থীদের ভোগান্তি দূর করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি ইউনিটের পরীক্ষা এক শিফটে নেয়ার বিষয়টি শিক্ষকদের টাকার হিসাব-নিকাশের সঙ্গে জুড়ে গেছে। এক শিফটে পরীক্ষা নেয়ার পদ্ধতিতে বেশির ভাগ শিক্ষক বাধা দিচ্ছেন বলে জানা গেছে। ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আজ কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সভায় নেয়া হবে বলে জানা গেছে। জানা গেছে, কয়েক বছর ধরে ভর্তি পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করে আসছেন, একটি ইউনিটের পরীক্ষা পাঁচ শিফটে নেয়ায় এবং একই ইউনিট অথচ এক শিফটের প্রশ্ন অন্য শিফট থেকে আলাদা হওয়ায় ভর্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন তারা। গত বছর ভর্তি পরীক্ষায় গাণিতিক ও পদার্থ বিষয়ক অনুষদে ভুল করে চতুর্থ শিফটের প্রশ্ন তৃতীয় শিফটে চলে যাওয়ায় নির্ধারিত সময়ের দেড় ঘণ্টা পর নতুন প্রশ্ন ছাপিয়ে ওই শিফটের পরীক্ষা নেয়া হয়। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের এসব ভোগান্তি আর বৈষম্যের বিষয় ভাবিয়ে তুলেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে। তবে বেশির ভাগ শিক্ষক বাধা দেয়ার কারণে এ সমস্যা সমাধান সম্ভব হচ্ছে না বলে একাধিক শিক্ষক দাবি করেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি হলেও এ পদ্ধতিতে লাভবান হন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। গত শিক্ষাবর্ষে প্রতিজন শিক্ষক ৮টি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় সর্বমোট ২৭ শিফটের প্রতি শিফটে ১৮৫১.৪৮ টাকা করে সর্বমোট ৫০ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছেন। কিন্তু এ পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীরা ভোগান্তিতে পড়ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরও জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এসব বিষয় মাথায় রেখে ২৫ জুলাই ও ১১ আগস্ট কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সভায় পরীক্ষা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এর মধ্যে অন্যতম বিষয় ছিল, এক শিফটেই পরীক্ষা শেষ করার বিষয়টি। কিন্তু বেশির ভাগ শিক্ষক চান না এক শিফটে পরীক্ষা হোক। আজকের সভায় এসএমএসের মাধ্যমে ভর্তির আবেদনের বিষয়টিও চূড়ান্ত হবে বলে জানা গেছে। অপর একটি সূত্র জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রির অর্থের একটি বড় অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বাজেটের সঙ্গে সমন্বয় করার কথা বললেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তা করছে না। ফলে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রির প্রায় সব টাকা শিক্ষকদের পকেটে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও এ বিষয়ে বরাবরই নীরব ভূমিকা পালন করে আসছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা (১) মোহাম্মদ আলী বলেন, ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। এক ইউনিটের পরীক্ষা এক শিফটে হবে কিনা সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত এই সভায় হবে বলে তিনি জানান।